আজকের কাগজ

তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শিক্ষা অধিদপ্তরে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত দাবি

দীপক চৌধুরী ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ভেতর স্বৈরাচারী আমলের একটি 'অসৎ চক্র' বহাল তবিয়তে পুরনো কায়দায় ক্ষমতার অপব্যবহার, অফিস না করে বেতন উত্তোলন, সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এমনকি একই সঙ্গে জ্বালানি ও যাতায়াত ভাতা উত্তোলন করার নজির সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র এই অংশের দাপটে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হলেও ব্যবস্থা নিতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে কর্মচারি সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সূত্রমতে, অভিযোগ যে, জনৈক সৈয়দ কফিল উদ্দিন নামক তৃতীয় শ্রেণীর এক কর্মচারি '৯০-৯১ সালে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকেও যথারীতি মাসের পর মাস বেতন ও সরকারি সুবিধাদি ভোগ করেন। মাসের পর মাস গেছে, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নেই। আবার মাঝে মধ্যে 'ভুয়া স্বাক্ষর'-এর আলামত দেখা যায়। তবে 'পেমেন্ট রোল' এ যথারীতি স্বাক্ষর দিয়ে বেতন উঠিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি। কর্মচারিদের দাবি ও আন্দোলনের মুখে '৯১-এর মার্চ-এপ্রিল দু'মাসের বেতন তৎকালীন মহাপরিচালক স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্যাপক অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগের পরও তাকে ১১ এপ্রিল '৯২ সালে রহস্যজনক কারণে চাকরিতে যোগদানের সুযোগ দেয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি সমিতি (আন রেজিস্টার্ড)-এর নেতৃত্ব দানকারী মইনুল হক বার ভুঁইয়া ও সঙ্গী পাঁচ ব্যক্তি দীর্ঘদিন একই সঙ্গে মোটর সাইকেল ব্যবহার, জ্বালানি ও যাতায়াত ভাতা ভোগ করে আসছিলেন। কর্মচারিদের আন্দোলনের মুখে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ করা হলেও যাতায়াত ভাতা বন্ধ করা হয়নি। সুষ্ঠু তদন্ত করা হলে অনিয়মের অভিযোগে এক ঝাঁক কর্মচারি এমনকি কোনো কোনো কর্মকর্তার দুর্নীতি বেরিয়ে পড়বে বলে সূত্র মনে করে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ না করার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অফিসের মোটর সাইকেল ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়ার পরও কারো মাথা ব্যথা নেই বলে কর্মচারি সূত্রে অভিযোগে বলা হয়। সংশ্লিষ্ট একজন মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কৃপায় এখানকার কর্মচারিদের একাংশ যেনো ভুলে গেছেন তারা রাজনৈতিক কর্মী নন, সরকারি 'কর্মচারি।' কর্মচারিরা শিক্ষা অফিসের কয়েকজনের অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানোর পরও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নীরবতা পালন করেছেন। সূত্রে জানা যায়, স্বয়ং একজন মন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট কয়েকজন কর্মচারির বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে নাকি অপারগতা প্রকাশ করেছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।